দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JAN. 31 1999
পৃষ্ঠা 12 কলাম 7

43

ভিসি নির্বিকার ঃ সমঝোতার কোন উদ্যোগই নেনি

বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ ৩৬ দিন বন্ধ থাকার পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়েছে। বহিরাগতদের নিয়ে ছাত্র লীগের প্রচণ্ড ক্যাম্পাস হামলায় সৃষ্ট পরিস্থিতিতে গত ২০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ক্যাম্পাসের উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিরসনে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই ২৬ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো এবং ২৭ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে যে, গত দুই দিনে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে কোন ক্লাসই অনুষ্ঠিত হ পারেনি। ক্যাম্পাসে বিরাজমান উত্তপ্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিরসনে বিবদমান ছা সংগঠনগুলোর সাথে যে একটা সমঝোত আসার জরুরী প্রয়োজন ছিল, ইবিঃ কর্তৃপ সে পথে না গিয়ে হটকারিতামূলকভা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়েছেন। সর্বশেষ খব জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় খু দেয়ার পর ছাত্রলীগ নামধারী বিহরাগ সন্ত্রাসীরা ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাসে এ

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুলিশের উপস্থিতিতেই সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে চিহ্নিত খুনের আসামীরা। তারা ইতিমধ্যে ছাত্রশিবিরের ২টি মেসে হামলা চালিয়েছে। ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাসে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় এমনভাবে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে চলেছে যে, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হতে পারে। উল্লেখ্য যে, হলসমূহ খুলে দেয়ার সাথে সাথে শিবির কর্মীরা এবং সাধারণ ছাত্র হলে উঠেছে। জানা গেছে, পরিস্থিতির তেমন উদ্ভব ঘটলে শিবির কর্মীরাও তা মোকাবিলা করবে। এখানে আরো উল্লেখ করা যায় যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধার ভিত্তিতে যে সীট বন্টন নীতি রয়েছে, সে নীতির ফলে সাধারণ ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মেধাবী ছাত্ররাই হলগুলোতে সিট পেয়েছে বেশী। মজার ঘটনা হচ্ছে যে, ছাত্রলীগের খোদ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও মেধাভিত্তিক নীতির কারণে কোন হলেই সিট পাননি। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ইবির দু'টি ছাত্র হলের মোট সাতশ' ছাত্রের মধ্যে ১০ জন ছাত্রলীগ কর্মীও হলগুলোর আবাসিক ছাত্র নন। কিন্তু তাদের লক্ষ্য হচ্ছে যেকোনভাবেই হলগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে চরম বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি বিরাজ করছে, সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কোন আমলই দিচ্ছেন না। খুনীদের গ্রেফতার এবং বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে সকল মহল থেকেই বলা হচ্ছে।